গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮

প্রকাশকাল: ১১ অক্টোবর, ২০১৮

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.imed.gov.bd



বাণী

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বিভাগ সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি 'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। ফলে তা উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সম্পদের সঠিক ব্যবহার, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্তকরণ এবং কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগের মাধ্যমে আইএমইডি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সার্বিক জনকল্যাণে সরকারের সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। বর্তমান সরকার এর অঙ্গীকার "রূপকল্প : ২০২১" বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী



এম এ মান্নান, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বর্তমান সরকার একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সময়োপযোগী এবং জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আইএমইডি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্প সমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করছে। এর মাধ্যমে এ সকল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে সরকারি ক্রয় বিষয়ে যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আইএমইডি 'র অধীন Central Procurement and Technical Unit (CPTU) হতে সার্বক্ষণিক অনলাইন এবং আইন ও বিধি সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'র সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এম এ মান্নান, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী



মোঃ মফিজুল ইসলাম
সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে র কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ এবং এ বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। আইএমইডি প্রকল্পের অনুমোদনকালে প্রকল্পের ডিজাইন, বাস্তবায়ন মেয়াদ, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহ ণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে থাকে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে। বর্তমানে শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্ভাবনী এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ডিজিটাইজেশন করে Online ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে ই -গভর্নেন্স, আর্থিক শৃঙ্খলা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান , আইন, বিধি পরিপত্র প্রণয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগে সকল ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যক্রমের জন্য সকল মন্ত্রণালয় /বিভাগের মধ্যে আইএমইডি'র সচিব ২০১৭-১৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেছেন এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অর্জন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র নিকট হতে উভয় সম্মাননা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আমরা গর্বিত । এ অর্জনের মূল দাবীদার – আইএমইডির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী গণ যাঁদের অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠার কারণে এ অনন্য সম্মাননা অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা, মেধা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের সুসমন্বয়ে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে ।

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পটভূমি	০৬
আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো	০৭-০৮
আইএমইডি'র কাজ	০৯
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	০৯-১০
২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	১০-২৮
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন চারটি প্রকল্পের অগ্রগতি	২৯-৩০
উপসংহার	৩০
পরিশিষ্ট-১ : ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের তালিকা	
পরিশিষ্ট-২ : ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তালিকা	
পরিশিষ্ট-৩: আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিন্যাস ও মনিটরিং -এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকল্প সংখ্যা	

পটভূমি:

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো(PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তদকালীন 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয় ।অতঃপর ১৯৮৪ সালে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ', ইংরেজীতে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) এ বাংলাদেশে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এরআর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি(পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি'তে Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নসহ প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চালু করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর করা হয়।



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল ভবন

আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে একজন সচিবের নেতৃত্বে ১ টি অনুবিভাগ, ৮টি মনিটরিং সেক্টর, ১টি মূল্যায়ন সেক্টর, ১টি সমন্বয় সেক্টর ও ১টি ইউনিটের সমন্বয়ে আইএমইডি গঠিত। অনুবিভাগে ১জন যুগ্ম-সচিব, সেক্টরসমূহে ১জন প্রধান, ৪জন মহাপরিচালক ও ১জন পরিচালক (সমন্বয়) এবং ইউনিটে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আইএমইডি-তে ১ম শ্রেণীর ১২৯ জন, ২য় শ্রেণীর ৬০ জন, ৩য় শ্রেণীর ৯৪ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ৫৫ জন সহ মোট ৩৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ, সেক্টর ও ইউনিট ভিত্তিক পদবিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রশাসন অনুবিভাগঃ ১ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ১ জন যুগ্মসচিব, ৩ জন উপ-সচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ১ জন লাইব্রেরীয়ান ও ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরঃ সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ১ জন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিবের নেতৃত্বে ১জন পরিচালক ও ১জন যুগ্মসচিব/উপসচিবের অধীনে ৫ জন উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, ১ জন সিনিয়র প্রোগ্রামার, ১ জন প্রোগ্রামার এবং ১ জন উপসচিবের অধীনে ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এর সমন্বয়ে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সিপিটিইউঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ৫ জন পরিচালক, ৪ জন উপপরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন ট্রেনিং কোর্ডিনেটর, ১ জন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, এর সমন্বয়ে এ ইউনিট গঠিত।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১(শিল্প ও শক্তি): এ সেক্টরে ১ জন প্রধান, ৩ জন পরিচালক, ৩ জন উপপরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২(পরিবহন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ২ জন উপপরিচালক, এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩(স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ১ জন উপপরিচালক, এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪(কৃষি ও পানি সম্পদ): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপপরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫(স্বাস্থ্য ও গৃহায়ন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ১ জন উপপরিচালক এবং ৪ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬(শিক্ষা ও সামাজিক): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপপরিচালক এবং ২ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭(নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ১ জন পরিচালক, ২ জন উপপরিচালক এবং ২ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮(মূল্যায়ন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ২ জন উপপরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পদের বিন্যাস:

ক্রমি: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১.	সচিব	০১
২.	প্রধান	০১
৩.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব	০২
৪.	মহাপরিচালক	০৮
৫.	উপসচিব	০৩
৬.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১
৭.	পরিচালক	২২
৮.	সিস্টেম এনালিস্ট	০২
৯.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	০৬
১০.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০২
১১.	উপ-পরিচালক	৩০
১২.	প্রোগ্রামার	০৩
১৩.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	০১
১৪.	সহকারী প্রোগ্রামার	০৩
১৫.	সহকারী পরিচালক	৪০
১৬.	সহকারী মেইন্টেনান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২
১৭.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১
১৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট ১ম শ্রেণি কর্মকর্তা	**১২৯**
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৬
৩.	লাইব্রেরীয়ান	০১
৪.	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	০৮
৫.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০৫
৬.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা	**৬০**
১.	হিসাব রক্ষক	০১
২.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০২
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	১৪
৪.	ড্রাফটসম্যান	০২
৫.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩
৬.	ক্যাশিয়ার	০২
৭.	অফিস সহকারী কাম কঃমুদ্রাঃ	৩২
৮.	ফ্যাক্স/টেলেক্স অপারেটর	০১
৯.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২৬
১০.	ড্রাইভার	০৫
১১.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০৫
১২.	ক্যাশ সরকার	০১
	মোট ৩য় শ্রেণী	**৯৪**
১.	অফিস সহায়ক (**মোট ৪র্থ শ্রেণী**)	**৫৫**
	সর্বমোট অনুমোদিত পদ	**৩৩৮**

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার একটি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

আইএমইডি'র কাজ :

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
২. প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন (Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
৪. স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
৫. প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
৭. সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
৮. পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ; এবং
৯. সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

আইএমইডি প্রকল্পের প্রাক-অনুমোদন পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায় এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখছে। প্রকল্পের প্রাক অনুমোদন পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যথার্থতা, একই এলাকার অনুরূপ প্রকল্পের সাথে Overlapping, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উপস্থাপন করে থাকে।

অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রি/সচিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, টেন্ডার বাস্তবায়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বেগবান হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সমাপ্তি মূল্যায়ন ও নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যা এবং প্রকল্পের আউটপুটকে টেকসই করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকে।

আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অর্গানোগ্রামে ১টি উইং, ৯টি সেক্টর ও ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন উইং: এ বিভাগের জন্য অনুমোদিত মোট ৩৩৮টি পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম এ উইং এর একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রতিবেদনাধীন বছরে ১ম শ্রেণির ০৩ জন কর্মকর্তা-কে পদোন্নতি এবং ২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণির ক্যাটাগরিতে যথাক্রমে ০৩ জন, ১১ জন এবং ০৯ জনসহ মোট ২৩ জন কর্মচারির নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর: সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিবের অধীনে একজন পরিচালক এবং একজন উপসচিবের মাধ্যমে ৬/৭ জন শাখা কর্মকর্তার দ্বারা সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১২০০-১৫০০ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপির অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ফাস্ট ট্রাক প্রকল্পের মনিটরিং সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সমন্বয় করে প্রেরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন এ সেক্টর থেকে করা হয়।

সেক্টরসমূহ: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ, নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে সেক্টরের কর্যাবলি নির্দেশক্রমে পুনঃবন্টন করা হয়েছেঃ

১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ (শিল্প ও শক্তি)
২। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন)
৩। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন)
৪। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ (কৃষি ও পানি সম্পদ)
৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ (স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ)
৬। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
৭। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ (নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা)
৮। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ (মূল্যায়ন)

প্রতিটি সেক্টরে প্রধান/মহাপরিচালক অধীনে একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ মনিটরিং ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আইএমইডি'র সেক্টরগুলোর সাথে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টরভিত্তিক বিন্যাস ও মনিটরিং-এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রকল্প সংখ্যা **পরিশিষ্ট-৩** এ প্রদান করা হলো।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) : একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পিপিআরপি প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ ১৩ মে ২০০২ সালে স্থাপন করা হয়। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল (STD), দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রনয়ণ করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উহার অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে আইএমইডি'র ভূমিকা: পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত Project Evaluation Committee (PEC) সভায় আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করেছে। এসব সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং Procurment Plan এর উপর আইএমইডি মতামত দিয়ে থাকে। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত Project Evaluation Committee (PEC) সভাসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধিগণ মৌখিক ও লিখিতভাবে মতামত প্রদান করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় (Monthly Project Review) অংশগ্রহণ , স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভায় অংশগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সভায় (PIC) আইএমইডির কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া গত অর্থ বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত ফলোআপ সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ, Public Procurment, পরামর্শক/জনবল নিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা য় আইএমইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) : আইএমইডি কতৃর্ক বাস্তবায়িত প্রকল্প/কমর্সূচীর ফলাফল (Output) এবং ফলাফলের সমন্বয়ে অর্জিত স্বল্প মেয়াদী সুফল (Outcome) এবং শেষ **পর্যন্ত লক্ষ্যভুক্ত** সুবিধাভোগী ও **আর্থ**-সামাজিক ব্যবস্থার উপর **দীর্ঘ** মেয়াদী প্রভাব ইত্যাদি নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কতৃর্ক মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণাধর্মী সমীক্ষা। সাধারণ**ত** অর্থনৈতিক নীতি ও অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দের বিবেচনায় আইএমইডির সচিব এর নেতৃত্বে বিদ্যমান একটি কমিটি কর্তৃক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্প বাছাই করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের কলেবর, সমাপ্তির পর্যায় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সম্প**র্কিত** তথ্য/উপাত্তের সহজলভ্যতার বিবেচনায় মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের জন্য পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ অথবা নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করা হয়।

মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাধারনত: বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত সেবা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের ভিত্তিতে (FBS) পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। এজন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রাপ্ত EOI মূল্যায়ন, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ, কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন, নেগোশিয়েশন এবং Award প্রদানের সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারী কতৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। অত:পর নিয়োজিত পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্টাডি ডিজাইন প্রনয়ন করে ইনসেপশন রিপোর্টসহ স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। সমীক্ষার জন্য Baseline Survey Data, অন্তবর্তী মূল্যায়ন, সমাপ্তি মূল্যায়ন (PCR) ও অন্যান্য তথ্যের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে স্টাডি ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়।



সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালা-২০১৭ এ উপস্থিত প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ।

সাধারণতঃ বেইজ লাইন সার্ভের অনুপস্থিতিতে Control Group Post Test Only-ডিজাইন পদ্ধতির স্টাডি ডিজাইন গ্রহণ করা হয়। অত:পর Random Sampling এর ভিত্তিতে মাঠ পযার্য়ের স্টেকহোল্ডারগণ এর নিকট থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক তার যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে গঠিত Technical Committee কতৃর্ক খসড়া প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয় অত:পর বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন/আইএমইডি/ইআরডি/দাতা সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আয়োজিত ওয়াকর্শপ/সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিবেদনে গৃহীত সুপারিশ/লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) তে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের২২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে নির্ধারিত ২২টির স্থলে ২৪টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে। সে সকল প্রকল্পের তালিকা **পরিশিষ্ট-১** -এ দেয়া হয়।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন: প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য আইএমইডি বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়নসহ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে এবং সকল প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করে থাকে। আইএমইডি কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে জুন, ২০১৮ মাস পর্যন্ত এপিএ অনুযায়ী সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩৭টি; যার বিপরীতে ২৭৯টি (১১৮%) প্রতিবেদন জারি করা হয়। সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে e-GP- এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

সরকারি ক্রয়কার্যে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২ জুন, ২০১১ তারিখে জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gob.bd) উদ্বোধনের মাধ্যমে অন-লাইন পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরনের জন্য ই-জিপি [Electronic Government Procurement (e-GP)] পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা (e-Contract management) একীভূত করে ই-জিপি (Integrated e-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন ডিজিটাল বংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ।

ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল এই সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ভয়-ভীতি ও ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে e-GP- এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডনিম্নরূপ:

১. ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৬১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ১,২৫২টি সংস্থার ৬,৩৪৭টি ক্রয়কারী e-GP'র আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ৪৭,৫৭০ জন দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয়েছে। e-GP সিস্টেমে ২,১২,৬২৪টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ১,২১,৭৩১টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। e-GP বিষয়েও ক্রয়কারী ১৩,৮৮৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। চলমান Digitizing Implementation Monitoring & Public Procurement Project (DIMAPPP) এর আওতায় উক্ত প্রশিক্ষণ ২০২২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।



DIMAPPP-এর Launching অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, আইএমইডি'র সচিবসহ অন্যান্য সুধীমন্ডলি

২. e-GP সিস্টেমে দরপত্র জামানত, কার্যসম্পাদন জামানতসহ রেজিস্ট্রেশন ফি, নবায়ন ফি ও টেন্ডার ডকুমেন্ট ফি গ্রহণের জন্য ৪৫টি ব্যাংকের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং মোট ৩,৮৩৭টি শাখার মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৩. অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ৫২টি ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত প্রায় ৩১১টি প্রস্তাব পরীক্ষা করে মতামত প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. বিদ্যমান ডাটা সেন্টারের Interim Redundancy নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-তে e-GP সিস্টেম এ ডাটা সেন্টার National Date Centre-এ স্থাপনের বিষয়ে সিপিটিইউ এবং বিসিসি এর মধ্যে গত ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৫. -৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে International Convention Centre-এ অনুষ্ঠিত Digital World 2017-এ অংশগ্রহণ ও কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়েছে।

৬. ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে সিপিটিইউ'র সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দরদাতা, ব্যবসায়িক সংস্থা, ব্যাংক এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পিপিআরপি-২ প্রকল্পের ফলাফল নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৭. গত ১৩ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে নতুন ডাটা সেন্টারে e-GP সিস্টেমের Installation এবং Data Migration এর কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে এবং e-GP এখন নতুন ডাটা সেন্টার থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

৮. ২৫ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে DIMAPPP-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৯. ২৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক সিপিটিইউ'র নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়েছে।

১০. DIMAPP প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৫-১২ নভেম্বর, ২০১৭ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের ১ম মিশন এবং ১৩-১৭ মে, ২০১৮ তারিখে ২য় মিশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১. DIMAPPP প্রকল্পের Senior Financial Management Consultant নিয়োগের নিমিত্ত গত ১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে পরামর্শকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১২. নতুন অনুমোদিত DIMAPPP-এর Principal Project Management Consultant নিয়োগের নিমিত্ত গত ০৮ মার্চ, ২০১৮ তারিখে পরামর্শক-এর সাথে Contract Signing সম্পন্ন হয়েছে।

১৩. DIMAPPP এর Data Base Administrator (DBA) Consultant নিয়োগের নিমিত্ত গত ০১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে Contract Signing সম্পন্ন হয়েছে।

১৪. DIMAPPP প্রকল্পের Application Administrator (AA) Consultant নিয়োগের নিমিত্ত গত ০১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৫. সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি এবং আচারণগত ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে Behavioral Change Communication ফার্ম নিয়োগের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সহিত গত ১৯ জুন, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৬. সিপিটিইউ'র Restructuring এবং e-GP Institutionalizing এর নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সহিত গত ২২ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৭. সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে জন সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য Citizen Engagement ফার্ম নিয়োগের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সহিত গত ২৬ জুন, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

১৮. সিপিটিইউ'র তৃতীয় তলায় একটি Knowledge & Research Centre স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনা, বই এবং গবেষণা পুস্তক এ কেন্দ্রে রাখার কাজ চলমান রয়েছে।

১৯. রিভিউ প্যানেলে ৬৭টি রিভিউ আপীল নিষ্পত্তি হয়েছে।

২০. ডিজিটাল আর্কাইভে সিপিটিইউ, পিপিআরপি-২ এবং DIMAPPP এর বিভিন্ন ডকুমেন্ট আপলোডকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

২১. হেল্প ডেস্ক সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য Call Centre Manager নিয়োগ করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ২৪ ঘন্টা চালু রাখা হচ্ছে। Short Code ১৬৫৭৫ এ নম্বরে ডায়াল করে যে কেউ e-GP সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা পেতে পারেন।

২২. ৬৪ জেলায় ৬৪টি e-GP কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং ৬৪টি গভমেন্ট এন্ড কনট্রাক্টর ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

২৩. ঢাকা শহরের ফার্মগেট এবং চামেলী হাউজ এলাকায় স্থাপিত e-GP ডিজিটাল বোর্ড এর মাধ্যমে দরপত্র বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

২৪. সিপিটিইউ'র তৃতীয় তলায় নিজস্ব প্রশিক্ষণ ল্যাবে ই-জিপি Organization Administration বিষয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করা হয়। ই-জিপি সিস্টেমে যুক্ত যেসব সরকারি ক্রয়কারী সংস্থার Organization Administration প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয়কাজে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

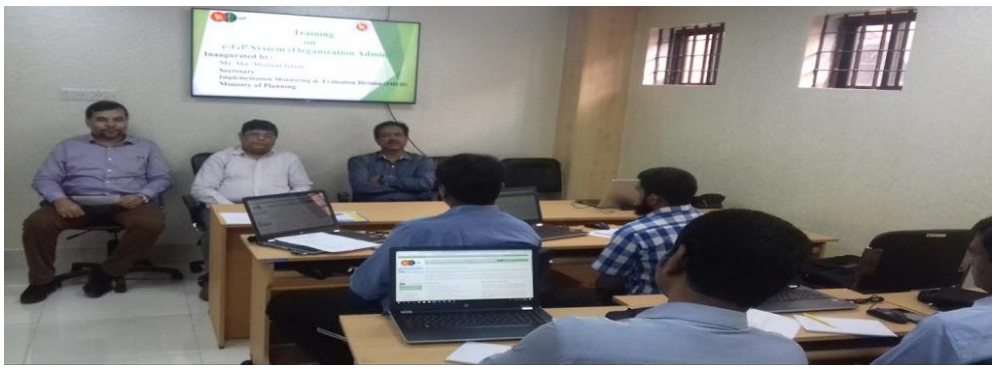

সিপিটিইউ'র তৃতীয় তলায় নিজস্ব প্রশিক্ষণ ল্যাবে ই-জিপি Organization Administration বিষয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ

প্রকল্প পরিদর্শন: মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা সচিবের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্পট, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।



গত ০৭ জুলাই ২০১৭ তারিখে মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন আইএমইডি'র সচিব। পরিদর্শনকালে তিনি নির্মাণ কার্যক্রমের দৃশ্যমান ত্রুটি-বিচ্যুতি ও প্রাপ্ত অসংগতিসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।



২০২১ সালে মধ্যে রূপকল্প বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goals (SDGs) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সকল সেক্টরে স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সকল প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারসহ দক্ষ জনবল দ্বারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।

চলমান প্রকল্পের শতভাগ পরিবীক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র কর্মচারিগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট হালনাগাদ তথ্যাদি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এডিপিভুক্ত ১৭২৩টি প্রকল্পের প্রায় শতভাগ পরিবীক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ সন্নিবেশিত করে প্রতিবেদনসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৭-১৮উ অর্থবছরে (জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) অনুসারে চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন জারির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৫৫টি; যার বিপরীতে ১,১৪৬টি (১৫২%) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন জারি করা হয়।

নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring): আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর মনিটরিং সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে:

ক) প্রকল্পটি কারিগরি/আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় সরকারের অগ্রাধিকার, সমস্যাসংকুল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হতে হবে;
খ) প্রকল্পটি এডিপিভুক্ত চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প হতে হবে (বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় চলতি কারিগরি প্রকল্প হতে পারে) এবং এর বাস্তবায়নকাল সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর আরও অন্তত: এক বছর থাকতে হবে;
গ) প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সাধারণভাবে ৪০% হতে হবে; এবং
ঘ) কোন প্রকল্প একবারের বেশী সাধারণভাবে নিবিড় পরীবীক্ষণের আওতায় আনা যাবে না।

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণভাবে ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। নিয়মিত পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক/ফার্মকে

ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ প্রদান;

খ) প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যকেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

গ) প্রকল্পের ক্রয় কার্য সম্পাদনে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা যথাযথ অনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধানসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে হয়।





আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভা ব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রমে জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, আইএমইডি সচিবসহ অন্যান্য কর্মচারিগণ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি **(Annual Performance Agreement, APA)** তে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ১৮টি প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণএর জন্য নির্বাচন করা হয়। তন্মধ্যে বর্ণিত বছরে১৮টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৯ অর্থ বছরেনিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ৮টি প্রকল্পের তালিকা**পরিশিষ্ট-২** -এ দেখা যেতে পারে।

পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন আধুনিকীকরণ:

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রকল্পের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের মান উন্নত ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ‘পরিবীক্ষণ ছক’ চূড়ান্ত করেছে। নতুন ছকটি একদিকে সংক্ষিপ্ত অন্যদিকে তথ্যবহুল হওয়ায় যে কোন কর্ম চারী এ ছক সংবলিত প্রতিবেদন সহজে অনুধাবন করতে পারবে এবং প্রতিবেদনটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। এ পরিবীক্ষণ ছকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে ছকে বর্ণিত তথ্যের মাধ্যমে পুরো প্রকল্পের একটি ধারণা পাওয়ার পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন পরিকল্পনার দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায়।



কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের ১৮ নং ব্লক এর তৃতীয় তলায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক এ ল্যাবটিতে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ ৩০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।



আইএমইডি'র কম্পিউটার ল্যাব ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালাঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী (২৬ এপ্রিল-২৮ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত) ইনোভেশন প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যুগ্ম সচিব জনাব ড. সানাউল হক। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এ কর্মশালা থেকে ৬টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাওয়া যায়। গ্রুপভিত্তিক প্রস্তাবিত উদ্যোগসমূহ হলোঃ

গ্রুপ-০১। প্রকল্পের মনিটরিং হ্যান্ডবুক চালুকরণ;
গ্রুপ ।০২-Developing the process to examine quality of construction materials;
গ্রুপ-০৩। Reformation proposal of existing DPP format;
গ্রুপ-০৪। টেন্ডারিং এর ক্ষেত্রে অনলাইন রিভিউ প্যানেল আপীল ব্যবস্থাপনা;
গ্রুপ-০৫। উন্নয়ন প্রকল্পের ব্লু প্রণয়ন এবং কার্যকরীকরণ এবং
গ্রুপ-০৬। Measurement of physical progress.



ছয়টি ধারনারই প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয়েছে। সচিব , আইএমইডি মহোদয় প্রধান অতিথিকে অবহিত করেন যে , আরও পর্যালোচনা করে এবং পরীক্ষা -নিরীক্ষা শেষে আইডিয়াসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রধান অতিথি আইএমইডি 'র বর্তমান সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে সম্পাদিত বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন ও উদ্যোগসমূহের সাফল্য কামনা করেন এবং নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন সংক্রান্ত শোকেসিং করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন।

এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) সভায় উপস্থাপনঃ আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে ও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।

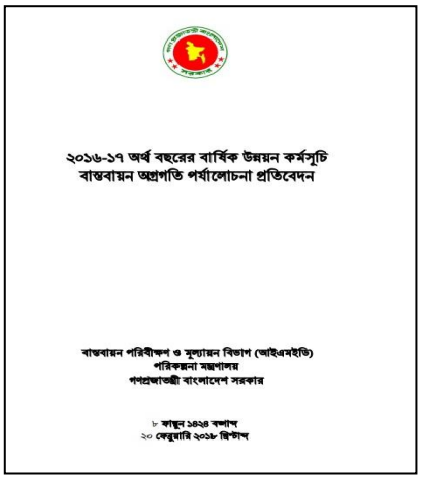
২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৮ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রনয়ণ প্রক্রিয়াধীন আছে। নিম্নে ২০১ ৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও সার্বিক এডিপি অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ			ব্যয়		
		মোট	টাকা	প্র: সাহায্য	মোট (%)	টাকা(%)	প্র: সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৭	৮	৯
২০১৬-১৭	১৭০১	১১৯২৯৬	৮৩৪৯৯	৩৫৭৯৭	১০৭০৮৪ (৮৯.৭৬)	৭৮৮১৫ (৯৪.৩৯%)	২৮২৬৯ (৭৮.৯৭%)

সভা : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ১২ (বার)টি সমন্বয় সভা ও ১২ (বার)টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রশাসন শাখার উদ্যোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন প্রস্তাব, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আইএমইডি 'র ওয়েবসাইটে (www.imed.gov.bd) নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এডিপি'র মাসিক, ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির মন্ত্রণালয় /বিভাগ ভিত্তিক তথ্য পরিকল্পনা কমিশন , বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন করে তা জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর আওতায় পুরস্কার:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম -পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১ ৭-২০১৮ এর আওতায় ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ক্রেস্ট, সনদ এবং আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালায় বর্ণিত সূচকের আলোকে এ বিভাগের পরিচালক জনাব মোঃ মুজিব -উল-ফেরদৌস এ বং অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মোঃ আবদুর রহিমকে পুরস্কার প্রদান করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব মো: মফিজুল ইসলাম।





জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-১৮ এর আওতায় পুরস্কার প্রদান

এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে ই-গভর্নেন্স, আর্থিক শৃঙ্খলা, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, আইন, বিধি পরিপত্র প্রণয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগে সকল ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যক্রমের জন্য সকল মন্ত্রণালয় /বিভাগের মধ্যে আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম ২০১৭-১৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার অর্জন করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে সম্মাননা গ্রহণ করেন। এ অর্জনের মূল দাবীদার – আইএমইডির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাঁদের অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠার কারণে এ অনন্য সম্মাননা অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। পরিশেষে এ বিভাগের সচিব মহোদয়ের মেধা , দক্ষতা ও সুযোগ্য নেতৃত্বে আগামীতেও সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এর ২০১৭-১৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ০১টি এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ০১টি। নিম্নলিখিত ছকে তা উল্লেখ করা হলো।

ক্র নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যেমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিলের নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ আর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
১	জুলাই/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
২	আগস্ট/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৩	সেপ্টেম্বর/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৪	অক্টোবর/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৫	নভেম্বর/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৬	ডিসেম্বর/১৭	০১	০১	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৬০	০
৭	জানুয়ারি/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৮	ফেব্রুয়ারি/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৯	মার্চ/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১০	এপ্রিল/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১১	মে/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১২	জুন/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
	মোট	০১	০১	০	০	-	-	১৬০	০

ভিডিও কনফারেন্স: Online Project Monitoring এর অংশ হিসেবে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ৩৯ (উনচল্লিশ) টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিভাগের ৩৯ (উনচল্লিশ) টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।



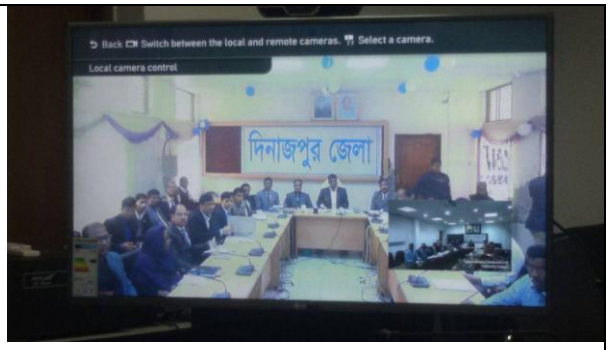

১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখ রোজ সোমবার বেলা ১০:৩০ ঘটিকায় দিনাজপুর জেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্মকর্তাগণের (সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম -এর সাথে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর জনাব মীর খায়রুল আলম ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (এডিপি) প্রকল্প বাস্তবায়নকারী জেলা পর্যায়ের অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণের) সাথে ভিডিও কনফারেন্স

ভিডিও কনফারেন্সে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সমস্যাসমূহ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে ৩৯ (উনচল্লিশ)টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিভাগের ৩৯ (উনচল্লিশ)টি ভিডিও কনফারেন্স সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম	জেলার নাম	সময়	তারিখ
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*
০১।	জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	০৬ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ।
০২।	জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা	বেলাঃ ১১:৩০ ঘটিকা।	২০ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ।
০৩।	জেলা প্রশাসক, যশোর	বেলাঃ ০২:৩০ ঘটিকা।	০৬ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ।
০৪।	জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	১৭ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ।
০৫।	জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	বেলাঃ ১১:০০ ঘটিকা।	২৭ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ।
০৬।	জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
০৭।	জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
০৮।	জেলা প্রশাসক, রাজশাহী	বেলাঃ ১১:০০ ঘটিকা।	২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
০৯।	জেলা প্রশাসক, বরিশাল	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	২৫ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১০।	জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	০১ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১১।	জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	০৬ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১২।	জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	১৫ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১৩।	জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	১৯ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১৪।	জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর	বেলাঃ ১১:০০ ঘটিকা।	২১ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১৫।	জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	বেলাঃ ১০:০০ ঘটিকা।	২৬ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১৬।	জেলা প্রশাসক, সিলেট	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	২৭ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১৭।	জেলা প্রশাসক, খুলনা	বেলাঃ ০২:০০ ঘটিকা।	০৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১৮।	জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	০৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
১৯।	জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা	বেলাঃ ১২:০০ ঘটিকা।	১১ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
২০।	জেলা প্রশাসক, ফেনী	বেলাঃ ০৩:৩০ ঘটিকা।	১১ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
২১।	জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর	বেলাঃ ১০:০০ ঘটিকা।	১২ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
২২।	জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	১৩ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
২৩।	জেলা প্রশাসক, পাবনা	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
২৪।	জেলা প্রশাসক, নরসিংদী	বেলাঃ ১০:০০ ঘটিকা।	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
২৫।	জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ	বেলাঃ ১২:০০ ঘটিকা।	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ।
২৬।	জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ	বেলাঃ ১২:০০ ঘটিকা।	০১ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
২৭।	জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ	বেলাঃ ১২:০০ ঘটিকা।	০৩ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
২৮।	জেলা প্রশাসক, জামালপুর	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	০৪ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
২৯।	জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি	বেলাঃ ১১:০০ ঘটিকা।	০৭ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩০।	জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	২৫ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩১।	জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	২৮ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩২।	জেলা প্রশাসক, রংপুর	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩৩।	জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩৪।	জেলা প্রশাসক, গাজীপুর	বেলাঃ ০৩:০০ ঘটিকা।	০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩৫।	জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩৬।	জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩৭।	জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	১২ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩৮।	জেলা প্রশাসক, মাগুরা	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	১৮ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ।
৩৯।	জেলা প্রশাসক, বরগুনা	বেলাঃ ১০:৩০ ঘটিকা।	২৮ মার্চ, ২০১৮ খ্রিঃ।

ই-ফাইলিং: ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাপ্তরিক নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ই-ফাইলিং চালু করেছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ। ই-ফাইলিং এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে এর কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ বিভাগটি ই-ফাইলিং কার্যক্রমে শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগ হিসেবে অবস্থান করেছিল।

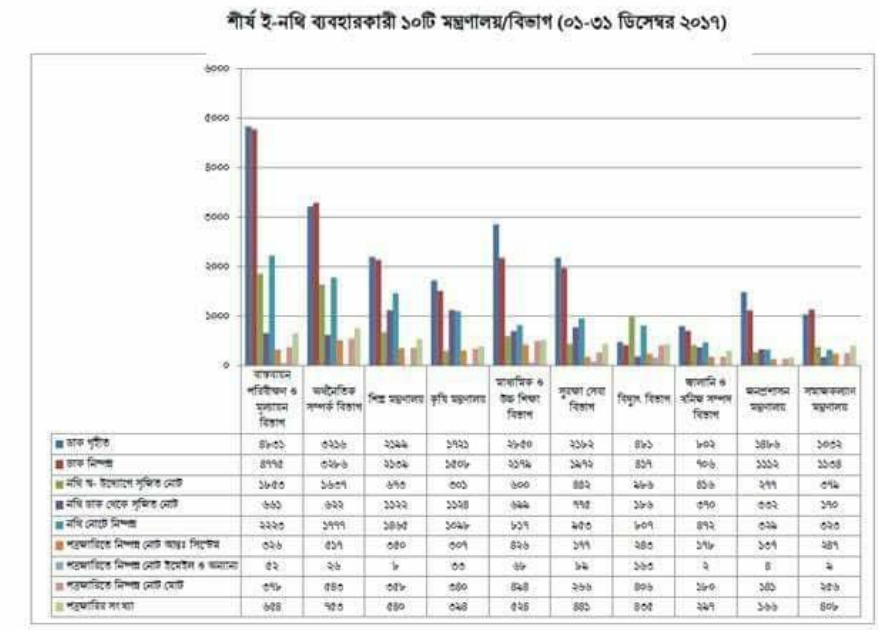

ই-ফাইলিং প্রতিবেদনে ১ম স্থানে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) :

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লি ষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি , সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমা প্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে ১ম স্থান অর্জন করেছে। এ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৪ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০১৮ এর অনুষ্ঠানে আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম 'কে হিসেবে সম্মাননা প্রদান করেন।



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে২০২৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে১ম স্থান অর্জন করায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে পুরস্কার গ্রহণ করেন আইএমইডি'র সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম।

"কিয়স্ক" স্থাপন:



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে আগত সকল দর্শনার্থী, সেবা গ্রহিতা, অতিথি এবং অভ্যন্তরীন কর্মচারীগণ যাতে সহজেই স্ব-চালিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সেবা পাওয়ার সুযোগ নিতে পারেন সে লক্ষ্যে এ বিভাগের মূল কার্যালয়ের লবিতে (প্রবেশ দ্বারের সাথেই) একটি সুদৃশ্য অত্যাধুনিক কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সকলের জন্য উন্মোচনযোগ্য সব তথ্য এ কিয়স্ক থেকে যে কেউ নিজে অপারেট করে অবলোকন করতে পারবেন। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে আইএমইডি আরও একধাপ এগিয়ে গেল। তাছাড়া কিয়স্কটিতে আইএমইডি'র সকল কর্মচারীদের ফ্লোর চার্ট সন্নিবেশিত থাকায় যে কেউ কাঙ্খিত কর্মচারীর কক্ষ সহজেই খুজে পাওয়ার সুযোগ পাবেন।

নিয়মিত Public Procurement Newsletter(ত্রৈমাসিক) প্রকাশ:



সরকারি ক্রয় বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, বিধি-বিধান ও প্রমিত দরপত্র দলিল সংক্রান্ত আপডেট, অন্যান্য ক্রয়কারী সংস্থার ক্রয় সংক্রান্ত সংবাদ, তথ্য ও সফলতার বিবরণ প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে র বিভিন্ন কর্মশালা , সেমিনারের সংবাদও এ নিউজলেটারে প্রতিফলিত হয়। সর্বোপরি এ নিউজলেটারের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের সংগে যুক্ত সকলেই সরকারি ক্রয়ের বিধিবিধান ও সর্বশেষ অবস্থান বিষয়ে নিজেকে হালনাগাদ করার সুযোগ পায় এবং দেশে বিদেশে উদ্ভুত তথ্য বিনিময়ের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে নিউজলেটারটি ভূমিকা পালন করে।

Project Management Information System (PMIS): প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা Digitalized করার লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতায় প্রণীত Project Management Information System (PMIS) সফট্ওয়্যার ব্যবহারের নিমিত্ত এ পর্যন্ত ১৮৫০ জন প্রকল্প পরিচালক/ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মচারি-কে বিভিন্ন ব্যাচে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

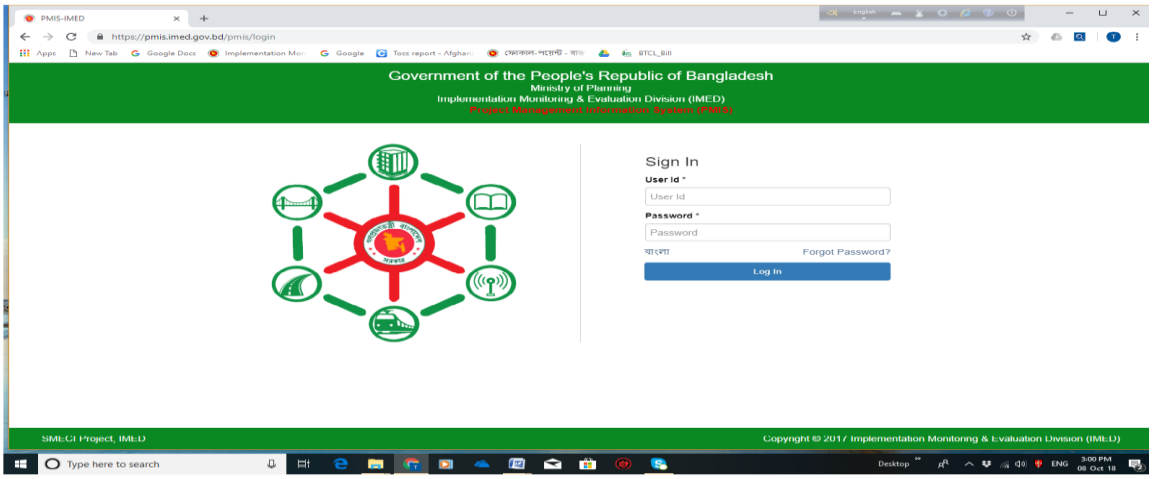

এর পাশাপাশি ১৩০০ প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যাদি উল্লেখিত সফট্ওয়্যারে আপলোড করাসহ ২৫০টির অধিক প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য Live-এ আনা হয়েছে। PMIS সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্পের Project Completion Report (PCR) প্রণয়ন করা হয়েছে। PMIS সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন :

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে উদযাপিত এ রকম কিছু দিবসের উদযাপন সংক্রান্ত তথ্য সচিত্র উপস্থাপন করা হলো:



১৭ মার্চ ২০১৮ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সচিব মহোদয় জনাব মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে আইএমইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ৩২ নং ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে রক্ষিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ ইউনেস্কোর 'Memory of the World International Register'-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 'বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য'র স্বীকৃতি অর্জন করায় আয়োজিত বর্ণাঢ্য 'আনন্দ শোভাযাত্রা'-য় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ।



১৫ আগস্ট, ২০১৭ স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস-২০১৭ যথাযথ মর্যাদায় পালন উপলক্ষে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক সকাল ১১ ঘটিকায় সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব মহোদয় জনাব মো: মফিজুল ইসলামের উপস্থিতিতে এ আলোচনা সভায় এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সচিব মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।



অমর ২১ ফেব্রুয়ারি - মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আইএমইডি সচিব মহোদয় জনাব মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে আইএমইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।



মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্যারেড গ্রাউন্ড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ, বিভিন্ন বাহিনীর কুচকাওয়াজ ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সংক্রান্ত মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রদর্শনী।

বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় (যেমন: উন্নয়ন মেলা, ডিজিটাল মেলা) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে ।



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব মো: মফিজুল ইসলাম মহোদয় কর্তৃক ৬-১২-২০১৭ তারিখে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের স্টল পরিদর্শন।

বার্ষিক বনভোজন : বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে আজ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে সাভারস্থ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর বনভোজন ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়। সচিব মহোদয় জনাব মো: মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সময় পর অনুষ্ঠিত এ বনভোজনে এ বিভাগের চার শতাধিক কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং পরিবারের সদস্যদের স্বত:স্ফুর্ত ও প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ এ অনুষ্ঠানকে এক মিলন মেলায় পরিণত করে।



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর বনভোজন ২০১৮

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীনচারটি প্রকল্পের অগ্রগতি:

আইএমইডি'র আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা ৪ টি। প্রকল্প ৪টির অনুকূলে ২০১ ৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ৬০.২১ (জিওবি ২৫.৭৬ ও প্রকল্প সাহায্য ৩৪.৪৫) কোটি টাকা এর মধ্যে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৩.১৫ (জিওবি ২২.৭০ ও প্রকল্প সাহায্য ৩০.৪৪) কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে এ অর্থবছরে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৪.০২% ।

Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP):

PPRP-II প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে CPTU বাস্তবায়ন করছে Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) টেকসই সরকারি ক্রয় নিশ্চিতকল্পে এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী , পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬/০৭/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৪১৫৭.৫০ লক্ষ (চারশত একচল্লিশ কোটি সাতান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা যার মধ্যে জিওবি: ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য: ৪০২৫৭.৫০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকারী	সেন্টাল প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক
বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০১৭ – জুন ২০২২

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪৫.০০ কোটি টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৪২.২৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯৩.৯৯% ।

Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (2nd Revised) Project:

উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১। তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শনে আইএমইডি'র নিজস্ব যানবাহন সুবিধা সৃষ্টি করা এবং নিরপেক্ষ ও তরিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২। অন্যান্য লজিষ্টিক সুবিধাদি (আইটি যন্ত্রপাতি , ল্যান, ইন্টারনেট ইত্যাদিসহ) নিশ্চিত করা

৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে PMIS (Project Management Information System) প্রতিষ্ঠা করা;

৪। রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) চালুর লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত 'স্ট্রেটেজিক প্ল্যান (এসপি-২০০৮)' বাস্তবায়ন শুরু করা;

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে চালুর লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়নের উপর সেক্টর ভিত্তিক ম্যানুয়াল তৈরি করা;

৬। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৭। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আর্থিক, বাস্তব অগ্রগতি তথ্যের পাশাপাশি প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য BUET/ BCSIR এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আইএমইডি'র ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯/০৭/২০০৯ তারিখের অনুশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

"বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু ও কার্যকর করার সাথে এবং যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এর কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত IMED- এর কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশল, বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন"।

উক্ত অনুশাসন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) শীর্ষক প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রনয়ণ করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১১.৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে মোট ব্যয় হয় ১১.০৯ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৯৪.৩৮%।

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা Digitalized করার লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতায় **বাস্তবায়নাধীন** "Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (2nd Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণীত Project Management Information System (PMIS) সফট্ওয়্যার ব্যবহারের নিমিত্ত এ পর্যন্ত ১৮৫০ জন প্রকল্প পরিচালক/ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মচারি-কে বিভিন্ন ব্যাচে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১ ৭-১৮ অর্থ-বছরে ইতালী, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, ফিলিপাইন ও কেনিয়ায় ০১-০৪ সপ্তাহ ব্যাপী পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ওপর বৈদেশিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও অর্থ বছরের বিভিন্ন সময়ে একাধিক স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the EffectiveCoverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh (Phase-II) Project:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের সামাজিক মৌলিক পরিসেবার কার্যকর কাভারেজ বৃদ্ধিকল্পে নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা।

- সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজের নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য আইএমইডির অধীনে একটি সমন্বিত জাতীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা;
- তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবন্ধকসমূহের বিশ্লেষণ এবং সাময়িক প্রতিবেদন তৈরী করতে আইএমইডি, ইআরডি, এসআইডি/বিবিএস ও বিআইডিএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবসম্পদ ক্ষমতার উন্নয়ন করা;
- GOB-UNICEF-এর কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং উচ্চ পর্যায়ের যৌথ মিশনে অংশগ্রহণ করা;
- মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ন্যায্যতার সাথে শিশু ও নারীর উপকারার্থে প্রমাণভিত্তিক পরিকল্পনা, বাজেট ও কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন-প্রতিবন্ধকতার দালিলিকরণ, বিতরণ ও সুব্যবহার করা;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ প্রাপ্তির পথে বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের পদ্ধতিগত অনুসরণ ও অপসারণ ।
- অনগ্রসর শিশু ও নারীদের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ফলাফল অর্জনে সম্পদের বর্দ্ধিত ও অধিক দক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রচার করা।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.০৮ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে র সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃ ২.২৮ কোটি টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ০.৬৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ২৯..৭১% । ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে আলোচ্য প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নরূপ :

১. পাইলট ভিত্তিতে গাইবান্ধা জেলায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট' এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের নিয়োগপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট রেজাল্ট মনিটরিং এক্সপার্ট সেখানে পূর্ণকালীন দ্বায়িত্ব পালন করেছেন।
২. 'রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট' এর কার্যক্রম শীর্ষক একটি কর্মশালা আয়োজন- ১টি
৩. 'রেজাল্ট মনিটরিং ইউনিট টাস্ক ফোর্স কমিটি' এর দ্বি-মাসিক সভা আয়োজন -১টি
৪. UNICEF-GOB প্রকল্প পরিদর্শন -৪টি
৫. উচ্চ পর্যায়ের সরকারি-ইউনিসেফ কর্মকর্তাদের যৌথ মনিটরিং ভিজিট -১টি
৬. ইউনিসেফ বাংলাদেশ কান্ট্রি স্ট্র্যাটেজি ২০১৭-২০২০ এর উপর Mid-Year Review-২০১৮-১টি
৭. 'Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) in Bangladesh: Round-2' শীর্ষক আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার আয়োজন -১টি।

Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) Project:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Results Based M&E) প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং ফলাফল ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এ বিভাগের "Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নেদারল্যান্ড ও ইতালিতে ০২ (দুই)টি ব্যাচে মোট ২ ২ (পঁচিশ) জন কর্মকর্তা-কে Monitroing and Evaluation বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩০ জন কর্মকর্তা-কে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪.৭৮ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে র সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ০.৫২ কোটি টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ০.৪১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৭৮.৫১% ।

উপসংহারঃ

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও SDG-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সম্প্রসারণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেজাল্ট-বেইজড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বলবৎ করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, আইসিটি তথা ইন্টারনেট, টেলিফোন-এর উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির সূচকসমূহের অর্জন বেগবান হয়েছে। এসব উন্নয়নের সুফল জনগণ অধিক হারে পাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট-১

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) এর তালিকা :

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক ২৪ টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন তালিকা নিম্নরূপ:

০১। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন (১ম সংশোধনী) প্রকল্প।
০২। বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
০৩। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্প।
০৪। কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল কৃষি তথ্যের প্রচলন ও গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
০৫। রিহেবিলাইটেশন ওয়ার্ক অব তিস্তা মেইন ক্যানেল এন্ড রিলেটেড স্ট্রাকচার আন্ডার কমান্ড এরিয়া অব তিস্তা ব্যারেজ-১ম পর্যায় প্রকল্প।
০৬। ২টি নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ (চুয়াডাঙ্গা এবং হবিগঞ্জ), চারটি জেলা স্টেডিয়ামের (ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল এবং ফরিদপুর) এবং দুটি বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স (খুলনা ও রাজশাহী) এর অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)
০৭। জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা (২য় সংশোধিত) (কম্পোনেন্ট: এ ও বি)
০৮। বিএমআর অব কেপিএম (কর্ণফুলি পেপার মিল)
০৯। মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রো প্রোকিউরমেন্ট অব সফিস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরীজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন (১ম সংশোধিত)
১০। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কর্মসূচী
১১। ঈশ্বরদী রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (২য় পর্যায়)
১২। তথ্য আপাঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন (২য় সংশোধিত)
১৩। মনোহরদী-ধনুয়া এবং এলেঙ্গা-বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পাড় পর্যন্ত গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ
১৪। ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ প্রকল্প
১৫। আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন
১৬। অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পর্যায়-২
১৭। Establishment of Multipurpose rehabilitation centre for Destitute Aged-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls
১৮। বাংলাদেশ জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ ও ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন
১৯। দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-II)
২০। বাংলাদেশ রেলওয়ের ময়মনসিংহ-জামালপুর-দেওয়াগঞ্জ বাজার সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২১। প্রকিউরমেন্ট অব ডাবল ডেকার, সিঙ্গেল ডেকার এসি এন্ড আর্টিকুলেটেড বাসেস ফর বিআরটিসি
২২। জেলা সড়ক উন্নয়ন (রংপুর জোন) (১ম সংশোধিত)
২৩। খুলনা ১৫০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
২৪। Managing at the TOP-2 (MATT-2) Bangladesh public service capacity building programme

পরিশিষ্ট-২

মনিটরিং সেক্টরসমূহ কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তালিকা:

০১। ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
০২। হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো এবং জীবনমান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
০৩। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি ২য় পর্যায় প্রকল্প।
০৪। আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
০৫। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (অন্যান্য হাই-টেক পার্ক)-এর উন্নয়ন (৩য় সংশোধিত)
০৬। ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)
০৭। ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব ল্যাবরেটরী মেডিসিন এন্ড রেফারেল সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত)
০৮। শেখ সায়েরা খাতুন মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন, গোপালগঞ্জ (২য় সংশোধিত)
০৯। চিটাগাং সিটি আউটার রিং রোড প্রকল্প (পতেঙ্গা হতে সাগরিকা) (২য় সংশোধিত)
১০। পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ ঢাকা বিভাগীয় কার্যক্রম-২
১১। বাংলাদেশ ৬৪টি জেলায় চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)
১২। কনস্ট্রাকশন অব নিউ ১৩২/৩৩ কেভি এ্যান্ড ৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন আন্ডার ডিপিডিসি
১৩। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমুহের উন্নয়ন
১৪। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ
১৫। অভ্যন্তরীণ নৌপথের ৫৩টি রুটে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (১ম পর্যায়ঃ ২৪টি রুট)
১৬। কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন পুনর্বাসন এবং কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুংগীপাড়া পর্যন্ত নতুন রেলপথ নির্মাণ (১ম সংশোধিত)
১৭। ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাচ্চর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪ লেনে উন্নয়ন
১৮। সাসেক (SASEC) সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক-৪ লেনে উন্নীতকরণ

পরিশিষ্ট-৩

আইএমইডি'র মনিটরিং-এর আওতায় ২০১৭-২০১৮
অর্থ বছরের প্রকল্প সংখ্যা:

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা
(১)	*(২)*	*(৩)*
১	স্থানীয় সরকার বিভাগ (থোক বরাদ্দসহ)	২৫২
২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৫
৩	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৪২
৪	সেতু বিভাগ	১০
৫	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪৭
৬	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৫
৭	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১০৮
৮	বিদ্যুৎ বিভাগ	১১৩
৯	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৫২
১০	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৭৭
১১	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১০
১২	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১০
১৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৩
১৪	জননিরাপত্তা বিভাগ	৩২
১৫	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	১৯
১৬	অর্থ বিভাগ	৫
১৭	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৫
১৮	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩
১৯	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫
২০	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১৪
২১	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন বরাদ্দ)	১৯
২২	বাস্তবায়ন পরিববীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৫
২৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪
২৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৯
২৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (থোক বরাদ্দসহ)	২১
২৬	শিল্প মন্ত্রণালয়	৪৪
২৭	আইন ও বিচার বিভাগ	৬
২৮	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১
২৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭
৩০	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০৪
৩১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১১
৩২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১২
৩৩	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৩৮
৩৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	৭
৩৫	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১৪
৩৬	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	২১
৩৭	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৪৮
৩৮	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২৬
৩৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩
৪০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮
৪১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা
৪২	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৭
৪৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৯
৪৪	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১
৪৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২০
৪৬	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৬
৪৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৯
৪৮	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪৯
৪৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৫
৫০	কৃষি মন্ত্রণালয়	৭১
৫১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৫
৫২	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৪৮
৫৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৪
৫৪	দুর্নীতি দমন কমিশন	৩
৫৫	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)	১
৫৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২০
৫৭	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	২
বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা (পরিকল্পনা বিভাগ)		--
সর্বমোট		**১৭২৩**